এই গল্পটা মানুষের হৃদয়ের ঘনঘন বদলে যাওয়ার... এটা সরল জীবন থেকে জটিলতার দিকে হেঁটে যাওয়ার গল্প। এক দানব তৈরি হওয়ার গল্প। এখানে ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বিপরীতে আছে ক্ষমতাশালীর ক্রুরতা। আছে জাদুময়তা... আছে প্রতিরোধ, সংঘাত, কূটকৌশল।

গল্পের বাঁকে বাঁকে যেমন উড়ে যায় এক রহস্যময় অ্যালবাট্রস, তেমনি এক অপ্রাকৃত প্রেম নিয়ে বারে বারে সামনে আসে অদৃশ্য জগতের মারাদাহ কন্যা। যে কিনা অপেক্ষা করেছে এক নিষ্পাপ হৃদয়ের প্রণয় পুরুষের জন্য তিনশত বছর!

এ গল্পটা অবশ্য একজন গোয়েন্দারও, যে কিনা কেটে দিতে চায় মহান যানামুনেবার বিরুদ্ধে জেগে ওঠা সকল মাথা। থামাতে চায় বেড়ে ওঠা দানবকে।

এ গল্পটা কি একজন নির্বাসিত জাদুকর লেখকেরও নয়, যে শব্দে শব্দে তৈরি করে বিভীষিকাময় আলোকবর্তিকা?

'বাটিনামা' পাঠককে ফ্যান্টাসির জগতে টেনে নিয়ে মূলত মানুষের গল্পই বলে। আঁকে এক মহাকাব্যিক চিত্র। যে চিত্রে, সুসদ্বীপের এক সরলপ্রাণ দানব দাঁড়ায় মাথা ছাড়িয়ে সকলকে। যে মারাদাহ কন্যার প্রণয়, সুখস্বর্গ ছেড়ে এসে পা দেয় অশুভ চক্রের লেজে।

কিন্তু সে কি জানে, যে ছেড়ে আসে নিশ্চিত প্রণয়-সুখ-ক্ষমতা, পা বাড়ায় সংগ্রামে; তাকে মহাকাল করে কুর্ণিশ?

Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

— The Road not Taken, Robert Frost

এই উপন্যাসের সকল ঘটনা-চরিত্র-বর্ণনা কাল্পনিক, অবাস্তব; গল্পের তীব্র অবাস্তবতার ঘোর পাঠকের মনে কোনো বিভ্রম তৈরি করে এ উপন্যাসের কোনো বিষয়বস্তুকে বাস্তব বলে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করলে তা হবে একান্তই পাঠকের মনোজগতের কাজকারবার। তার সাথে লেখক বেচারা কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নন।

লেখকের উল্লেখযোগ্য বইসমূহ

পশ্চিমের পিতা (হিস্ট্রিক্যাল থ্রিলার)

আতুম (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ফ্যান্টাসি উপন্যাস)

অবিশ্বাসীর মনস্তত্ত্ব (প্রবন্ধগ্রন্থ)

একটি ইঁদুর বিষয়ক মিথ (গল্পগ্রন্থ)

পথিক রাজপুত্র (উপন্যাস)

প্রথম অধ্যায়

(দানবের আবির্ভাব)

মৃত বোধ, অসহিষ্ণুতা ও ক্ষমতার আঁচ
সবকালেই দানবদের ঘুম ভাঙানিয়া মন্ত্র

'রংসাস্ক ফিরেছে।'

সংবাদটা বন্দরের অনুচরের কাছ থেকে আমার দপ্তরে পৌঁছানো মাত্রই রংসাস্কের নথিপত্র তলব করি, প্রায় পাঁচবছর আগে রংসাস্ক সুসদ্বীপ ছেড়ে গেছে, পুরোনো হলেও স্মৃতিতে আছে মোটামুটি পুরো ঘটনাই, নথিপত্র দেখে স্মৃতিটাকে ঝালাই করে নেওয়া কেবল; দ্বীপের গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে ছোট-বড় সকল ঘটনাই খতিয়ে দেখা জরুরি বলে নথিটা হাতে আসা মাত্রই চোখ বুলাতে শুরু করি।

একটি তুচ্ছ খাবারের বাটির কারণে রংসাস্কের নাম সাময়িকভাবে অপরাধীর খাতায় ওঠে পরে আবার কেটেও দেওয়া হয়, কিন্তু তথ্য, প্রতিবেদন রেখে দেওয়া হয় যত্ন করে; নথির প্রথম পাতাতেই সংক্ষেপে তার সম্পর্কে জরুরি সব তথ্য আছে:

সুসদ্বীপের সন্তান, বয়স ত্রিশ, শিশুর মতো সরল মুখাবয়ব, মাঝারি গড়ন, সবচেয়ে বড় সাবানের কারখানার ফোরম্যান (প্রাক্তন), এতিম-একা, প্রভাবশালী আত্মীয়—নেই, লালবাহিনীর সদস্য সন্দেহে গ্রেফতার, নিরপরাধ প্রমাণিত, পারিবারিক ট্র্যাজেডি, বেকসুর খালাস, দ্বীপত্যাগ।

প্রতিবেদনের পরের পাতাগুলো পড়তে বসে হেসে ফেলি প্রায়, পড়তে পড়তে মনে হয়, এক নিপুণ মহাকাব্য পড়ছি, যার মোক্ষম নাম হতে পারে—বাটিনামা!

এটা যে লিখেছে সে একজন কবি, কাব্যিক ঢঙে লিখেছে তদন্ত প্রতিবেদন; আমার দপ্তরে একজন কবি কী করে ঢুকলো সেটা ভেবেই

পাইনি, পরে তাকে বদলি করে দিয়েছি প্রশাসনের নাকউঁচাটন হিসাবে, গোয়েন্দা দপ্তরে কবি দিয়ে কাজ নেই; হতচ্ছাড়াটা প্রতিবেদনে লিখেছে:

সকলেই জানতো রংসাঙ্ক একজন সাধারণ মানুষ, তার জীবনযাপন সরল এবং প্রেমময়; তার সেই সরল জীবন বদলে দেয় এক খাবারের বাটি। একটা বাটি কী করে মানুষের জন্য বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য, যদিও স্বাভাবিকভাবে খাবারের বাটির সাথে জড়িয়ে থাকে—প্রেম, মমতা, আস্থা।

কারো যদি নিয়মিত ঘর থেকে কর্মস্থলে খাবার নেয়ার অভ্যাস থাকে তবে নিশ্চয় তাকে কখনো না কখনো খাবারের বাটির শরণাপন্ন হতে হয়েছে। হয়তো সে খেয়ালেই আনে না খাবারের বাটি সাজানোর পিছনের মানুষটি কত আন্তরিকতা-মমতা-দায়িত্ববোধে বাটি সাজায় আর খাবার তৈরি থেকে শুরু করে বাটিতে খাবার সাজানো পর্যন্ত যে এক আত্মিক মমতা মিশে থাকে, এটাও বোধহয় কেউ অতটা ভেবে দেখে না। তবে ভাবা উচিত।

খাবারের বাটি কর্মজীবী মানুষের জন্য শুধু বাটি নয়, এতে দুটো বা তার অধিক মানুষের মানসিক সংযোগ অস্তিত্বশীল। যিনি বাটি সাজান, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন মাছের বা মাংসের ভালো টুকরোটা যেন বাটিতে তুলে দেওয়া যায়... বাটি খুলে তাজা খাবারের ঘ্রাণ এবং দৃশ্য যেন মুগ্ধ-তৃপ্ত করে প্রিয় মানুষকে। যদিও এসব অন্তরালের ইচ্ছে-চেষ্টা হয়তো কর্মজীবী মানুষটার কল্পনাতেও থৈ পায় না। ভাবেও না, খাবার টাটকা রাখতে কত রকম জটিল পেরেশানির ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

দুটো তরকারি থাকলে দুটোই একই পরিমাণ গরম করার প্রয়োজন পড়ে, সাথে ভাত বা রুটি থাকলেও একই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য, আবার কোনো অযাচিত ব্যস্ততায় ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সেটিকে হয় নতুন করে গরম করে নেওয়ার দরকার পড়ে অথবা অপরটিকেও একই মাত্রায় ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ দিয়ে বাটিবন্দী করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

কিঞ্চিত চিন্তাশীল হয়ে থাকলে দুপুরে বাটি খুলেই বাটির পিছনের মানুষটির মন মেজাজ-অবস্থা বুঝে ফেলা সম্ভব। যদি দেখা যায় মাছের

বা মাংসের টুকরো ভেঙে-টেঙে গেছে তবে ধরে নিতে হবে বাটির পিছনের মানুষটি তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেননি, সম্ভবত তার ঘুম ভাঙতে কিছু অনিচ্ছুক দেরি হয়েছে। যদি মাছ বা ডিম ঝোলের-সবজির আড়াল থেকে খুঁজে নিতে হয়, তবে বুঝতে হবে তিনি আরো বেশি মনোযোগ দাবি করছেন প্রিয় মানুষটির কাছে। যদি আগের রাতে কোনো ইঙ্গিত না দিয়েই বাটিতে দেওয়া হয় কেবল সাদা ভাত বা রুটির সাথে টলটলে বা থকথকে ডাল তবে বুঝে নিতে হবে কর্মজীবী মানুষটি সংসারে উদাসীন। বাজার যে শেষ হয়ে গেছে সে বিষয়ে খোঁজ রাখার মতো পদার্থও নয় সে।

খাবার বাটিবন্দীর আগ থেকে, সম্ভবত বাজার ঘরে এসে পৌঁছানোর পর থেকেই খাবার বাটিবন্দীর দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষটি ভাবতে থাকে, খাবারের বাটিতে তরকারীর কাটা টুকরোগুলো মানানসই হবে কিনা, মাছের বা মাংসের টুকরোর আকার কতটুকু রাখলে বাটিতে ঠিকঠাক এঁটে যাবে কিংবা কোনো টুকরো বিশ্রী বেঢপ দেখায় কিনা।

এরপর রান্নার সময়েও ভাবনা চলমান থাকে, মাছ বা মাংসের টুকরো রান্নার নাড়ানাড়িতে যেন ভেঙে না যায় বা বেশি সিদ্ধ হয়ে মাংস যেন খসে না পড়ে বা পুড়ে না যায়, লবণ-মরিচ-মশলাটা যেন পরিমাণ মতো হয়। আর অবশ্যই, খাবারের রং যেন লোভনীয় ও মনোরম দেখায়। এত কিছু ঠিকঠাক করার পরও বাটির পিছনের মানুষটি সংশয়ে-দ্বিধায় ভোগে এটা ভেবে যে, সব ঠিকঠাক আছে তো!

অতসব আন্তরিকতা সত্ত্বেও দুপুরে খাবারের বাটি খুলে যদি কর্মজীবীটি নাক সিটকান, রাগে গজগজ করেন, অভিশাপ দেন যে খাবারের ঘ্রাণ ঠিকঠাক আসেনি, রং ফোটেনি বা মশলা-লবণ কম-বেশি হয়েছে কিংবা কিছুটা টকে গেছে, বাসি ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে... আর এইসব অভিযোগ রাতে-সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে যখন বাটি সাজিয়ে দেয়া মানুষটির কানে ঢালা হয় সে গুটিয়ে যায়, নিজেকে দোষী করে, কষ্ট যে পায় সেটা বলাবাহুল্য।

যতদূর জানা গেছে রংসাস্ক কখনোই নাক সিটকাতো না, রাগ করতো না, অভিশাপ দিতো না। ছোট ছোট ফুটফুটে দুটো ছেলে সামলেও নিপাট-নির্ভুল বাটি সাজাতো তার বউ, আর সেটুকুকেই সে

আশীর্বাদ হিসেবে নিতো আর প্রেমময় মননে দুপুরে খাবারের বাটি বেশ আবেগ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে খুলতো। কখনো খাবারের বাটি নিয়ে কেউ অভিযোগ শোনেনি রংসাস্কের মুখে বরং শুনেছে বউয়ের উচ্ছ্বাসভরা প্রশংসা, প্রতিদিন খাবারের বাটি খুলেই সহকর্মীদের খাবারের বিবরণ শোনাতো। কোনোদিন বলতো, আজ গিন্নি স্যামনের বড় বড় টুকরো দিয়েছে, আশ্চর্য, এত কীভাবে খেতে পারে মানুষ... বা বলতো, আমার সোনাগিন্নি আজ ভাত ভেজে দিয়েছে কচ্ছপের ডিম আর ঘি দিয়ে, কে খাবে হাত তোলো!

সকলেই জানতো বেশ হাসি-খুশি মানুষ সে, সাবানের কারখানায় ফোরম্যানের ছোট্ট চাকরি আর চমৎকার ছোট্ট সংসার নিয়ে সুখেই কাটতো দিন, কিন্তু ওই খাবারের বাটিই তার জীবন বদলে দেয়। নিয়মিত বাটি ভরে দুপুরের খাবার আনা এবং সকলকে খাবারের বিবরণ জানাতে সে আমোদবোধ করতো, এছাড়াও, খাবারের বাটি থলেতে না ভরে হাতে ঝুলিয়ে মানুষকে দেখিয়ে রাস্তায় চলতে উল্লসিত হতো এবং অন্য কেউ তার খাবারের বাটিতে হাত দিক এটা পছন্দ করতো না।

প্রতিনিয়ত খাবারের বাটি বিষয়ে তার বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাস দেখে কেউ কেউ হয়তো ঈর্ষান্বিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে থাকবে, যে শাপের প্রভাবেই হয়তো একদিন তার বউ একটি নতুন উন্নতমানের লাল টুকটুকে দুই খোপবিশিষ্ট রাজকীয় নকশা কাটা অলৌকিক অভিশপ্ত বাটি কিনে আনে। অবশ্য তা রংসাস্কের ইচ্ছেতেই, কেননা রংসাস্ক বারেবারে বউকে বলতো, আগের বাটিটি বেশ পুরোনো হয়ে গেছে।

তার বউ যে নতুন বাটি আনে সেটি দেখতে আকারে বেশ দশাসই, মজবুত আর বেশ ঝকঝকে, নজরকাড়া এবং তারা জানতো না, ওটা এক অলৌকিক অভিশাপ বয়ে আনবে তাদের জন্য। নতুন বাটি দেখে খুশিতে লাফাতে লাফাতে রংসাস্ক নাকি প্রতিবেশীদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে, হতচ্ছাড়ারা এটা দেখে হিংসায় জ্বলে ছাই হয়ে যাবে হা হা হা!

পরদিন পছন্দনীয় খাবারে ঠাসা বাটি দোলাতে দোলাতে কারখানায় যাওয়ার পথে বড় চতুর্মুখী সড়কে ঘোড়ার গাড়ির স্রোত সাময়িকভাবে থামলে রাস্তা পার হবার হুড়োহুড়িতে রংসাস্কের হাত ফস্কে নজরকাড়া

মজবুত বাটিটা রাস্তার ঠিক মাঝখানে পড়ে যায়।

কী হলো বুঝে উঠতে না উঠতে কারখানামুখী মানুষের স্রোতের ধাক্কায় প্রিয় বাটি থেকে রংসাস্ক দুই-তিনশো গজ দূরে চলে যায় আর উল্টো স্রোতে ফিরতে চেষ্টা করে হাহাকারে। তার হাহাকারে কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে তাকে চিনে রাখে, কেননা আত্মার কোনো অংশ হারালেই কেবল মানুষ অমন হাহাকারে ডোবে।

কিছু এগিয়ে তাকে থেমে যেতে হয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করা মানুষের—বোম...বোম...লালবাহিনী...লালবাহিনী...আর্তচিৎকারে। তবে ওসব চিৎকারে মাথা না ঘামিয়ে বাটি উদ্ধারের আশায় সে প্রাণপণ উল্টো ফিরতে থাকে। ইতোমধ্যে, প্রায় শ'খানেক মানুষ তাকে গুঁতিয়ে-মাড়িয়ে রাগিয়ে দিয়ে যায়।

ফলে ভিড় পেরিয়ে যখন সে দেখে রাস্তার চারপাশে ঘোড়ার গাড়ি-ঘোড়া ও লোকজন সব প্যাঁচ খেয়ে গেছে আর আতঙ্কিত চোখে সকলেই তাকিয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে আলস্যে পড়ে থাকা তার খাবারের লাল টুকটুক বাটিতে। দুজন লোক লম্বা চিকন বাঁশ দিয়ে ওটাকে খোঁচাচ্ছে দেখে তার মেজাজ আকাশে ওঠে এবং সে ছুটে গিয়ে তাদের একজনকে ঘুসি দিয়ে চেঁচিয়ে বলে—ওটা আমার!

মুহূর্তের জন্য পিনপতন নীরবতা নামে মূল সড়কে আর ঘোর কেটে গেলে সাধারণ মানুষ চটজলদি এগিয়ে এসে রংসাস্ককে গণধোলাই দিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করে; যারা তাকে চিনে রেখেছে, তারা সাক্ষ্য দেয়, একজন অপরাধীই কেবল অতটা হাহাকার করতে পারে এক তুচ্ছ বাটির জন্য আর ওই সাক্ষ্যে নিরাপত্তাবাহিনী তাকে এবং তার বোমাসদৃশ বাটি নানান সতর্কতা অবলম্বনে সোপর্দ করে মাননীয় গোয়েন্দা প্রধানের দপ্তরে...

প্রতিবেদনটা পড়ার আর ধৈর্য হয় না, বন্ধ করে দিই নথি, ভূমিকা পড়ে বাকি ঘটনা হুবহু আমার স্মৃতিতেই জেগে উঠেছে...

লালবাহিনী সংক্রান্ত ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি নিজেই সরাসরি তদন্ত করি এ বিষয়ে, রংসাস্ককে নিজের কব্জায় রেখে বোমা বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বাটিবোমাটা দিলে সে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানায়—এই আয়তনের বোমায় দুটো বিশালাকার ভবন অনায়াসে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব,

তবে তার হাতে কিছু জরুরি দাপ্তরিক কাজ জমে থাকায় বাটিবোমা খুলে পরীক্ষা করতে দু-একদিন সময় লাগবে।

লালবাহিনী প্রায়শই দেখতে এমন টুকটুকে লালবোমা ব্যবহার করে বলেই সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে রংসাঙ্ককে গণধোলাই দিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করেছে, এছাড়া নিয়মিত লুপাউন কর দেওয়া কয়েকজন সুনাগরিক তার অপরাধী হওয়ার পক্ষে জোরদার সন্দেহ প্রকাশ করায় তাদের বরাতে নিরাপত্তাবাহিনী এসব স্বাভাবিক তথ্য হিসাবেই সাংবাদিকদের জানায় আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রেডিওতে সমস্ত দ্বীপ জেনে ফেলে—রংসাঙ্ক নামে লালবাহিনীর এক নেতৃস্থানীয় সদস্য সম্ভাব্য আত্মঘাতী হামলার প্রস্তুতিকালে মস্ত লাল বোমাসহ ধরা পড়েছে।

রেডিও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, এ বোমার নাম জাম্বো বাটিবোমা; লালবাহিনীতে এই বোমা বেশ জনপ্রিয় এবং এটা দিয়ে— কোনো প্রতিবেদনে বলা হয় দশটি কোনোটাতে বলা হয় বিশটি ভবন উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।

এটাও প্রকাশ করা হয় যে, রংসাঙ্ক শহরের একমাত্র সাবানের কারখানার ফোরম্যান হিসাবে কর্মরত; রেডিও প্রতিবেদনে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় চাকরিটা তার ধোঁকাবাজি, সে ফোরম্যানের চাকরির আড়ালে কারখানার শ্রমিকদের লালবাহিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতো।

আমার দপ্তরে হস্তান্তরের পর মধ্যরাত নাগাদ রংসাঙ্ক বেহুঁশ হয়ে থাকে মারের চোটে, জ্ঞান ফিরে পাওয়া মাত্রই তাকে জেরা করতে বসে কোমল গলায় একের পর এক ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে যাই আর সে উত্তর দিতে থাকে সাবলীলভাবে; ফলে, প্রাথমিকভাবে আমার মনে হয় সে লালবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য এবং অন্য একটা কাজের জন্য হাতে সময় কম থাকায় কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার নখগুলো উপড়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিই।

কিন্তু এর ফাঁকে বোমা বিশেষজ্ঞের দপ্তর থেকে জরুরি খবর আসায় আপাতত জেরা ও নখ তোলা মুলতবি রেখে সেই দপ্তরে গিয়ে শুনি—রংসাঙ্কের বোমা থেকে উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে... বিস্মিত হয়ে গন্ধটা পরীক্ষা করতে বোমা পরীক্ষাগারে যেতেই স্যামনের পচা শুটকির ভয়ানক দুর্গন্ধে প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড় হয়।

বিস্মিত হয়ে নাকে রুমাল চেপে বোমা বিশেষজ্ঞকে বলি—'এ তো

স্যামন শুটকির পচা গন্ধ?'

সে তাৎক্ষণিক বোমার কাছে গিয়ে নাক টানে—'আরে, তাই তো!'

সে ঝটপট বোমাটা খুলে ফেলে আর আমরা দেখি, ওটা আসলে দুইখোপবিশিষ্ট সত্যিকারের খাবারের বাটি—এক খোপে সাদা ভাত আর অন্যটিতে মাখা মাখা ঝোলে রাঁধা লোভনীয় স্যামনের শুটকি, দুটোই পচে উৎকট গন্ধ ছড়াচ্ছে।

হতাশ মাথা নাড়ি, একটা ভীষণ ভুল হয়ে গেছে, খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় রংসাস্কের জীবনে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে; যেহেতু কাউকে আটক করলে সরাসরি মহান যানামুনেবার অনুমতি ছাড়া আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না সেহেতু আমি দ্রুত অনুচর পাঠিয়ে যানামুনেবাকে পরিস্থিতি জানালে তিনি রংসাস্ককে কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করার সিদ্ধান্ত দেন আর আমি চটজলদি রংসাস্কের কাছে ফিরে বলি,

'দুঃখিত, আপনাকে ভুল করে ধরে আনা হয়েছে, প্রথমেই কেন বলেননি ওটা আপনার খাবারের বাটি?'

জবাবে রংসাস্ক মুখ থেকে একদলা রক্তমিশ্রিত থুতু ফেলে নির্বিকার তাকিয়ে থাকে আর আমি অস্বস্তিতে বলি—'একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, আপনাকে সত্যি সত্যি লালবাহিনী মনে করে প্রতিবেশীরা উত্তেজিত হয়ে আপনার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় আপনার দুই শিশুপুত্রসহ স্ত্রী পুড়ে মারা গেছেন, আমরা সমব্যথী আর আপনার এই বিপদের ক্ষতিপূরণবাবদ এক থলে স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ দিয়েছেন মাননীয় যানামুনেবা; আমাদের ক্ষমা করে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করুন আর এই সনদে স্বাক্ষর করুন—এখানে লেখা আছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝিতে ঘটে গেছে এবং এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।'

রংসাস্কের মার খাওয়া রক্তাক্ত ফোলা-ফাটা মুখে কোনো ভাব থাকলেও বুঝে ওঠা হয় না, কিন্তু চোখ... ওহ কী তীব্র ভয়ানক শূন্য চোখে সে তাকিয়ে থেকেছে আমার মুখে, আমি দীর্ঘদিন সে দৃষ্টি ভুলতে পারিনি এমনকি সেই শূন্য তীব্র দৃষ্টি দুঃস্বপ্ন হয়ে আমার কাছে ফিরে ফিরে এসেছে বারবার।

***

রংসাস্ক সেদিন শান্তভাবে স্বাক্ষর করে ক্ষতিপূরণের থলে নিয়ে চলে যায় নীরবে, এরপর বছর পাঁচেকের জন্য তাকে দ্বীপে দেখা যায়নি; অবশ্য পাঁচবছর পর তার ফিরে আসা সম্পর্কিত যেসব তথ্য হাতে এসেছে তাতে

চিন্তিত হবার মতো কিছু নেই।

দ্বীপের ময়দানে গত সপ্তাহ জুড়ে যে নাটক মঞ্চস্থের মহড়া ও জমকালো প্রস্তুতি চলেছে সেটা আজকে পাওয়া তথ্য মোতাবেক রংসাঙ্কের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে, এমনকি পুরোটাই তার অর্থায়নে... নগরের প্রধান ময়দান পুরোটা ভাড়া করে নাটক মঞ্চস্থের মতো হাজার হাজার মুদ্রা হাতে থাকা মানে সে বর্তমানে পথে-ঘাটে মুদ্রা ছড়ানোর মতো ধনী, কিন্তু অতীতের তথ্য মোতাবেক রংসাঙ্ক পরিবারের জন্য মাসে দশ মুদ্রার বেশি খরচ করতে পারতো না, এমনকি মুদ্রা বাঁচানোর জন্য কারখানায় হেঁটে যাতায়াত করতো।

মাত্র পাঁচ বছরে এত মুদ্রার মালিক হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার, চোরা কারবার ছাড়া বা গুপ্তধন পাওয়া ছাড়া নাটক মঞ্চস্থের মতো খরুচে বিষয়ে মাঠে নামা সম্ভব না, আর এত কিছু থাকতে নাটক করার একটাই ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই, সেটা হলো—কালো মুদ্রা সাদা করা; এটা অবশ্য সুসদ্বীপের একটা অঘোষিত প্রথা যে কালো মুদ্রা সাদা করতে হলে এমন কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়ো যেখানে অসংখ্য মানুষের আগ্রহ আছে, কাঁচা মুদ্রার ঝনঝনানি আছে।

নাটকের জন্য বিশাল মঞ্চ তৈরি হয়েছে, সীমাহীন প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে দ্বীপের রাজধানীতে, নগরবাসীও আগ্রহে অপেক্ষা করছে নাটকটা দেখতে, কেননা প্রচার-প্রচারণায় বলা হয়েছে এক অঙ্কের ধারাবাহিক নাটক দেখানো হবে আর নাট্যদলের প্রচারণার স্বার্থে প্রথম নাটকটি দেখতে টিকেট লাগবে না এবং আরো চমকের বিষয়, এতে অভিনয় করবে বিদেশি অভিনেতারা; নাটকের নাম ঘোষিত হয়—'বিচার'।

এতদিন জানা যায়নি নাট্যদলটা রংসাঙ্কের, নইলে নাট্যদলের ওপর প্রথম থেকেই নজর রাখা হতো; আজ সন্ধ্যায় নাটকটা মঞ্চস্থ হবে আর মাত্র আজই সে এসেছে বলে এর আগে জানা যায়নি রংসাঙ্কের সাথে নাটকের সংশ্লিষ্টতা... সতর্কতাস্বরূপ তাকে চোখে চোখে রাখতে শুরু করে আমার অনুচরেরা; কেননা আমি একটা সূত্র সবসময় মানি—যে মানুষ জাতীয় কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ-সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে জীবনের কোনো এক পর্যায়ে জাতীয় স্বার্থের প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

অবশ্য রংসাঙ্কের মতো ভিতু মানুষের অন্যায়ের পথে পা বাড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না, আর বর্তমানে মহান যানামুনেবার দক্ষ শাসনে সুসদ্বীপে দৃঢ়

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, বড়সড় অন্যায় করার সাহস নেই কারোর; মাঝে মাঝে মনে হয়, কোনো জরুরি কাজ না করেও অনর্থক মুঠোভরা মুদ্রা বেতন হিসেবে পকেটে ভরছি!

এছাড়া, রংসাঙ্কের চলাফেরা, আমুদে স্বভাব, নাটকের মতো নির্দোষ বিনোদনের আয়োজন, দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে না হওয়ায় তাকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না এবং মহান যানামুনেবার দপ্তর থেকেও কোনো নির্দেশনা আসে না এ বিষয়ে।

পূর্বে ঘোষিত নির্ধারিত সময়েই নাটকটা মঞ্চস্থ হবে বলে প্রচারণায় বারবার বলা হয়েছে, এটাও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, রেডিও চ্যানেলগুলো সরাসরি নাটকটা প্রচার করবে।

আমিও অধিক প্রচারে প্রভাবিত হয়ে বা রংসাঙ্কের প্রতি করা ভুলের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে মাঠে না গিয়ে নির্ধারিত সময়ে নাটক শুরু হওয়ার মুহূর্তে চুরুটের বাক্স নিয়ে রেডিওতে নাটকটা শুনতে বসে যাই...

বিচার (প্রথম পর্ব)

(**কথক:** বিচারালয়ে আধনেংটো একজন মানুষকে গলায় দড়ি বেঁধে বন্দী অবস্থায় মঞ্চে প্রবেশ করানো হলো মাত্র। তার পিছনে প্রবেশ করে দুজন কৃষকবেশের মানুষ। একজন আধনেংটো মানুষটির গলার দড়ির এক প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার, অন্যজন বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়ায়। বিচারক এখন বিচার করবেন।)

বিচারক (রংসাঙ্ক নিজে, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে): এ মানুষটি কে? তোমরা কারা? একে তোমরা অপদস্থ করছো কেন?

কৃষক (বিচারকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে): হে মহামান্য বিচারক, আমরা সাধারণ মানুষ আর আমাদের হাতে অপদস্থ এই মানুষটি যানামুনেবা।

বিচারক: তোমাদের এত সাহস, একজন সম্মানিত মানুষকে আমার সামনে নেংটো অবস্থায় এনেছো? এই কে আছো, একে কাপড় পরাও!

(**কথক:** পরিচারক যানামুনেবাকে ছালা পরিয়ে দিয়ে সরে যায়।)

কৃষক: হে মহামান্য, আমাদের অভিযোগ শুনলে আপনি তাকে নেংটোই রাখতেন। ছালা পরাতেন না।

আখতার মাহমুদ

জন্মস্থান—কাউখালি, রাঙ্গামাটি। জন্ম—২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে। পড়াশোনা, বেড়ে ওঠা সবই চট্টগ্রাম শহরে। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স, এম.এ. করেছেন চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ থেকে। এছাড়া, তিনি জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ এ মাস্টার্স করছেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ হতে।

পাশাপাশি তিনি প্রফেশনাল কোর্স হিসেবে সম্পন্ন করেছেন এমবিএ (এইচআরএম) ও এলএলবি। বতর্মানে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত আছেন।

লেখালিখিতে পছন্দের বিষয়বস্তু—মনস্তত্ত্ব, স্যাটায়ার, ফ্যান্টাসি, ইতিহাস এবং দর্শন।

উল্লেখযোগ্য বই:

পশ্চিমের পিতা (হিস্ট্রিক্যাল থ্রিলার)

আতুম (ফ্যান্টাসি উপন্যাস)

অবিশ্বাসীর মনস্তত্ত্ব (প্রবন্ধগ্রন্থ)

লেখকের ব্লগ:

https://akhtarmahmud.blogspot.com